I ধা র্সা -না । ধনা -ধা । পা -া I ধা পা মা । পা -ধা । না -া I
প থে • কি • আ র তো মা র খুঁ • জি •

I র্সা -া না । ধনা -ধা । পা -া II II
ও দে র ক • থা র

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন গান ও স্বরলিপি।

II রা -মা -া পা । পা -দা র্সা া । র্খা -া ণা দা । ণা -দা পা -া I
তো • রে র বে • লা য় ক • খ ন এ • সে •

I সা -রা সঃরঃ জ্ঞা । জ্ঞা -া রঃজ্ঞঃ -মঃপঃ । মমা -া জ্ঞা -া । ঋা -া সা -া I
প • র শ ক • রে • গে • ছ • হে • সে •

I ঋা -সা ণ্া দ্া । দ্া -ণ্া সা -া । সা -া -া -া । ঋা ণ্া সা -া I
আ • মা র ঘু • মে র দু • য়া র ঠে • লে •

I দা -া -া -া । দা -া -া ণা । ণা র্সা -া -া । র্সর্ঋ -ণা র্সঃর্রঃ -র্জ্ঞঃর্মঃ I
কে • সে ই খ • ব র দি • ল • মে • লে •

I র্ঋা -া র্জ্ঞা -র্ঋা । র্সর্ঋ -া র্স -া । র্ঋা -ণা -া দা । দঃণঃ -র্সঃর্ঋঃ র্সা -া I
জে • গে • দে • খি • আ • মা র আঁ • খি •

I সা -রা সঃরঃ জ্ঞা । জ্ঞা -া রঃজ্ঞঃ -মঃপঃ । র ম জ্ঞা -ঋা । জ্ঞঋা -া সা -া I
আঁ • খি র জ • লে • গে • ছে • ভে • সে •

II ঋা -া সা -া । ণ্া দ্া ণ্া -সা । ঋা -া -া জ্ঞা । ঋা -া সা -া I
ম • নে • হ • ল • আ • • কাশ যে • ন •

I সা দা -া -া । জ্ঞা -া দ্া -ণ্া । সা -রা জ্ঞা মজ্ঞা । জ্ঞঋা -া সা -া I
ক ই • ল ক • থা • কা • নে • কা • নে •

I মা -দা -া -া । ণা -া র্সা -া । র্ঋা -ণা -া দা । পদা -া প -া I
ম • নে • হ • ল • স • ক ল দে • হ •

I ণা -া -া দা । পা -া জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া র্ঋা -র্সা । দঃণঃ র্সঃর্ঋঃ র্সা -া I
পূ • • র্ণ হ • ল • গা • নে • গা • নে •

I র্সা -দা -া -া। ণা -া র্সা -া। সা -রা জ্ঞা না। র্ঋা -া স -া I
হৃ ০ দ য় যে ০ ন ০ শি ০ শি র ন ০ ত ০

I সা -দা -া -া। দা -া -া ণা। ণা র্সা -া -া। র্ঋা -ণা র্সর্ঃ র্জ্ঞর্মঃ I
ফু ০ টি ল পু ০ ঞ্জের ফু ০ লে র ম ০ ত ০

I র্মা -া র্জ্ঞ র্ঋ। র্ঋা -া সা -া। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা -া। র্স -ণা দা -পা I
জী ০ ব ন ন ০ দী ০ কূ ০ ল ছা পি ০ য়ে ০

I ণা -া দা -া। পা -া জ্ঞা -া। মা -া জ্ঞা -া। ঋা -জ্ঞা সা -া II II
ছ ড়ি য়ে ০ গে ০ ল ০ অ ০ সী ম দে ০ শে ০

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—•—

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শাস্ত্র।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের হিন্দু আর্য্যগণ যে ক্রিয়া কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান নির্ব্বিচারে মানিয়া আসিতেছিলেন কালক্রমে সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান এমন প্রাণহীন ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল যে সেগুলি আর কাহারো চিত্তে ধর্ম্মবোধের সঞ্চার করিত না। অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভায় বিহ্বল হইয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ স্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে সরল বন্দনা মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ উষা প্রভৃতি যে দেবতাগণের আরাধনা করিয়াছেন, তখনও সেই দেবতাগণের নাম উচ্চারিত হইত বটে কিন্তু সেই নাম কাহারো হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রিতারে ঘা দিত না। এই সকল ঋষির বংশধরগণই বাহির হইতে চাপ পাইয়া নানা প্রয়োজনের তাগিদে আপনাদের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া নানা বর্ণের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। কালে কালে সেই ভাগ বিভাগ একান্ত হইয়া কঠোর হইয়া জাতিভেদের সৃষ্টি করিল। ঋষিদের বংশধরদের এক দল হইলেন ব্রাহ্মণ; ক্রিয়াকর্ম্মযাগযজ্ঞধ্যান-ধারণাই তাঁহাদের ব্যবসায় হইল। ইহাতে কোনো সুফল ফলে নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কাল-ক্রমে এই প্রথায় লোকের মনে এই বোধ জন্মিল যে যাজক পুরোহিতই তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া ভগবানকে ডাকিবেন, ব্যক্তিগত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাদের ধ্যান ধারণায় কোনো প্রয়োজন নাই। বেদের ঋষি যে ভাবের প্রেরণায় মন্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের বন্দনা গান গাহিয়াছেন, সে ভাব সর্ব্বতোভাবে অন্তর্হিত হইল। মন্ত্রের আবৃত্তি, আয়োজনের অনাবশ্যক আড়ম্বর, ক্রিয়ার বাহুল্য, এবং অনুষ্ঠানের প্রকরণ ভাবের অভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবের বিলোপের অনুপাতে কর্ম্মকাণ্ড বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয় তাহা মানিতে চাহিবে কেন? মানুষের চিত্ত আপনা আপনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। সত্য বটে উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী স্বপ্রকাশ দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানা দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিতেরা দুর্ব্বোধ্য বাদানুবাদের দ্বারা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উচ্চ ধর্ম্ম সেই উচ্চ তত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল সাধারণ লোক তাহার খোঁজ রাখিত না অথবা তাহার ধারণ করা তাহাদের সাধ্যের অতীত ছিল। ফলে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্মের উদ্দেশ্য অভিপ্রায় ও অর্থ তাহারা কিছুমাত্র বুঝিত না সেই সমস্তই তাহারা আচরণ করিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া মানুষ যাহা করে না সে তাহাতে সুখ পায় না এবং তাহার মন সেই অনাবশ্যক বোঝা ছুঁড়িয়া ফেলিবার জন্যই বিদ্রোহী হইয়া থাকে।

সেই সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে সাধারণ মানব-চিত্ত একদা এমনই বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিদ্রোহীদের মুখপাত্র ও নায়ক ছিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহ গৌতম। লোকে তাঁহাকে বেদ বিরোধী বলিয়া নাস্তিক আখ্যা দিল, তিনি সেই নিন্দার মুকুট পরিয়াই বিদ্রোহের পতাকা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। তিনি উচ্চ তত্ত্ব ছাড়িয়া সোজা সত্য প্রচার করিয়া লোকের মন জয় করিয়া লইলেন। জাতিভেদের কৃত্রিম প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছোট বড় সকলকে স্নেহকণ্ঠে নিজের কাছে ডাকিয়া ধর্ম্মের উদার ক্ষেত্র দেখাইয়াছিলেন। তিনি তত্ত্বও বলেন নাই শাস্ত্রও বলেন নাই;